ইত্তেফাক

তারিখ ... 11.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৮ ...

# ইসলামী ইরানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

নিঃসন্দেহে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের উৎসসমূহ ইরানী মুসলমানদের সংস্কৃতির মধ্যে ভিত্তি স্থাপন করেছে, যে সংস্কৃতি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে পৃথক কিছু নয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিজয়কে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উচ্চতর পর্যায় বলেই গণ্য করা হয়। অতএব বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। এজন্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ের সাথে ইসলামী সংস্কৃতি এবং আদর্শিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। আদর্শিক প্রতিশ্রুতির জন্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকারী কর্মকর্তাদের তৎপরতা এবং রাজনীতি এই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যেই নেয়া হয়েছে। আমরা এই প্রসঙ্গে সরকারী কাজের তৎপরতার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হব। চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মত অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ১০০ কিণ্ডার গার্টেন, ১২০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশেষ বিশেষ ছেলেমেয়েদের জন্যে ৫০টি স্কুল, ২৫০০ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, এক হাজার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ১০টি শিল্প এবং কৃষি কারিগর স্কুল, ১২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১০০টি ক্রীড়া এবং ব্যায়ামগার, ৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং একটি কারিগরি ইনষ্টিটিউট স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

ঐ সময়ের ভিতরে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়া-শুনার সুযোগ পেয়েছে। স্কুলগুলোতে সুস্থ পরিবেশ এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি জনগণের আগ্রহের কারণে প্রতি বছর ৮০ হাজার ছাত্রী স্কুলে পড়াশুনা করছে। এ সংখ্যা ছাত্রদের চেয়ে বেশী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য তৎপরতার মধ্যে রয়েছে দেশের বাহিরে স্কুল নির্মাণ, বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাসমূহের উপর গবেষণা, আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইউনেস্কো'-এর সাথে মতবিনিময় এবং ছাত্রদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবলী নিয়ে অধ্যয়ন।

ইতিমধ্যে সংস্কৃতি এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক পর্যায় এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব সদর দফতরের অব্যাহত সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুনরায় খুলে দিতে সফলকাম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়ার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জাতীয়-ভিত্তিক তিনটি ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ৮০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। দেশের কারিগরি চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ছাত্রদেরকে ভর্তি করা হয়। একই সময়ে এই মন্ত্রণালয় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের অনুন্নত এলাকায় উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই ব্যয় করেছে। এজন্যে জাবুল, কেরমান ও বখতারানে কৃষি প্রশিক্ষণ কলেজ, ইয়াসুজ ও বন্দর আব্বাসে কারিগরি কলেজ এবং ইয়াজ্‌দ ও গিলানে মেডিক্যাল স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য তৎপরতার মধ্যে রয়েছে স্নাতকোত্তর বিষয়সমূহে ছাত্র ভর্তি, ডক্টরেট কর্মসূচীর জন্যে পরিকল্পনা ও অনুমোদন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর উপর ব্যাপক গবেষণাকর্ম, আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং দেশের মধ্যে গবেষণা সেমিনারের আয়োজন করা, কমপক্ষে ৫০টি বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক বই-পুস্তক প্রকাশ, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা—যেমন ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামী যাদুঘর নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু করা, দেশের ঐতিহাসিক দালান ও প্রাচীন নিদর্শনাদি এবং দশটিরও বেশী বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার উপর অধ্যয়ন শুরু করা।

আমরা আর একটি সংস্থা—ইসলামী নির্দেশনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এই মন্ত্রণালয়ের তৎপরতার কারণে ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্রের সাহায্যে ২০৬ থেকে ২৫৭টি নাটক প্রদর্শন করা হয়েছে এবং একই সাথে ফারাবী চলচ্চিত্র ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যাতে করে দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণে দিকনির্দেশ এবং সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। এই ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রমের ফল ১৯৮১ সালে ৬টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তা ৫০-এ গিয়ে পৌঁছে। এই মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য তৎপরতার মধ্যে আমরা ফজর থিয়েটার সংস্থা ও চলচ্চিত্র উৎসব, দেশের পাবলিক লাইব্রেরীগুলো পরিচালনা, দেশের সেরা বই নির্বাচনের জন্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক বই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং সক্রিয় প্রদর্শনী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্যে সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ভাষায় ১৭১টি বই প্রকাশ, ১৯৮১-৮৪ সালের মধ্যে অন্যান্য দেশে ইরানের ১১টি সাংস্কৃতিক এ্যাটাচী খোলার কথা উল্লেখ করতে পারি। সর্বশেষ আমরা সাক্ষরতা শিক্ষা সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

১৯৭৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সাক্ষরতা শিক্ষা তার কাজ শুরু করে। এ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দশ লক্ষেরও বেশী লোক প্রাথমিক কোর্সে নাম তালিকাভুক্ত করে এবং ৫ লাখ লোক প্রাথমিক কোর্সের সনদ লাভ করতে সক্ষম হয়। এতে মোট ক্লাসের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং তা ১২ হাজার গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।